যুক্ত আন্দোলন প্রসঙ্গে
দুই দলের বৈঠকে

সি পি আই (এম)-এর প্রস্তাবের উত্তরে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বক্তব্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

যুক্ত আন্দোলন প্রসঙ্গে

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

সি পি আই (এম)-এর পক্ষ থেকে যুক্ত আন্দোলন বিষয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতৃত্বের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয় গত আগস্ট মাসে। এ বিষয়ে তাদের দলের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট কথা বলতে চান। কিন্তু এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ শারীরিক কারণে দিল্লি যেতে পারবেন না একথা জেনে প্রকাশ কারাট কলকাতায় আসবার সিদ্ধান্ত জানান। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কিছু আলোচনা হয়। এরপর ১৬ অক্টোবর কলকাতায় সি পি আই (এম) দপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সি পি আই (এম)-এর পক্ষে ছিলেন প্রকাশ কারাট ও সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষে ছিলেন প্রভাস ঘোষ ও পলিটব্যুরোর সদস্য রণজিৎ ধর। যুক্ত আন্দোলন বিষয়ে সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের বক্তব্যের উত্তরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রেখেছেন, বিকালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি তা জানান। তাঁর বক্তব্য যা ইতিপূর্বে দলের মুখপত্র 'গণদাবী'তে প্রকাশ করা হয়েছে, বর্তমানে সেটি বই আকারে প্রকাশ করা হল। ১ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬টি বামপন্থী দলের যুক্ত ঘোষণাটিও সঙ্গে দেওয়া হল।

১৫ নভেম্বর, ২০১৪ **মানিক মুখার্জী**

১৬ অক্টোবর সি পি আই (এম) দপ্তরের আলোচনায়
(বাম দিক থেকে) কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড প্রভাস ঘোষ,
কমরেড প্রকাশ কারাত ও কমরেড বিমান বসু

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ।
তাঁর বাম দিকে কমরেড রণজিৎ ধর ও ডাইনে কমরেড সৌমেন বসু

প্রকাশ কারাতের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভাস ঘোষের বক্তব্য

(১৬ অক্টোবর সিপিআই (এমং সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাতের সাথে আলোচনার পরে বিকালে এক সা)বাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সিং সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেনং

গত আগস্ট মাসে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু আমার সাথে কথা বলতে চান, আমাদের মধ্যে কথা হয়। ১ সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি যৌথমিছিলে আমাদের অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি বলেন। ওরা যখন সরকারে ছিলেন, যখন ওদের সরকারের বিরুদ্ধেই আমরা আন্দোলন করছিলাম তখনও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বাবরি মসজিদ ভাঙার পর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা অন্তত পাঁচবার সিপিএমের সাথে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে ছিলাম। ফলে এবারও আমরা সম্মত হই। এর কয়েকদিন বাদে তিনি আমাকে বলেন, তাঁদের দলের জেনারেল সেক্রেটারি প্রকাশ কারাত আমার সাথে কথা বলতে চান। আমি বলি যে, আমার অ্যাজমার, শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, কয়েকবার নিউমোনিয়া হয়েছে। ফলে ক্লাইমেট চেঞ্জের এই সময়ে দিল্লি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিমান বসু দিল্লিতে কথা বলে জানান যে, প্রকাশ কারাত কলকাতায় এসেই কথা বলতে চান। এরপর প্রকাশ কারাত দিল্লিতে আমাদের দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাথে প্রাথমিক কথাবার্তাও বলেন। তারপর আজ আমাদের সাথে বৈঠকের দিন ঠিক হয় এবং সাড়ে এগারোটার সময়ে আমি ও আমাদের পলিটব্যুরো মেম্বার কমরেড রণজিৎ ধর সিপিএম অফিসে আলোচনায় বসি। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হিসাবে রাখেন যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা বৃহত্তর বাম ঐক্য আমাদের নিয়ে করতে চান। কর্পোরেট সেক্টর ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে নিওলিব্যারাল পলিসি হিসাবে যেসব অর্থনৈতিক আক্রমণ বিজেপি সরকার আনছে সেগুলোর বিরুদ্ধে যাতে আমরা বামপন্থীরা একত্র হয়ে ক্যাম্পেন করতে পারি সেটাও তাঁদের

প্রস্তাব। এই উদ্দেশ্যে আগামী ১ নভেম্বর দিল্লিতে ছ'টি পার্টি — সি পি এম, এস ইউ সি আই (সি), সি পি আই এম এল (লিবারেশন), সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি-কে নিয়ে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। আর কোনও দল ও শক্তিকে এই ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, সেটা এই ছয় পার্টি আলোচনা করে স্থির করবে। এছাড়া আরও কিছু বক্তব্য ও দাবি সনদ নিয়ে একটি ঘোষণাপত্র দিল্লি থেকে প্রকাশ করা হবে। ওঁরা একটা খসড়া আমাদের দিয়েছেন, যেটার ওপর আমাদের সহ সকলের মতামত নিয়ে ১ নভেম্বর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

আমি সিপিএম নেতাদের বলি, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ও এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের অনুপস্থিতি — সব মিলেই বামপন্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বহুদিন ধরেই ছিল। তার জন্য আমাদের দল চেষ্টা করেও গেছে। এই ঐক্যে আঞ্চলিকতাবাদী, সংকীর্ণতাবাদী ও জাতপাতভিত্তিক পার্টিগুলিকে যুক্ত করার কথা ভাবা চলে না।

ভারতবর্ষে এখন যে বিপদ দেখা দিয়েছে, আমাদের পার্টি মনে করে, শুধু দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিপদ বললেই তার গুরুতর চরিত্র বোঝা যাবে না। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের শাসনের সময় থেকেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফ্যাসিজম বা প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ চলছে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে পৌঁছেছে, যার অর্থ পুঁজির কনসেনট্রেশন ঘটেছে। ভারত রাষ্ট্রটি দীর্ঘদিন আগেই একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষকে আজ কার্যত শাসন করছে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারি-ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স। এদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা সেন্ট্রালাইজড হয়েছে। এগুলো সবই ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং তা করছেও। চিন্তাগত ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ, মধ্যযুগীয় চিন্তার সাথে কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ করা হচ্ছে, যাতে যুক্তিবাদী মনন, বিজ্ঞানধর্মী চিন্তাকে ধ্বংস করা যায়। ফলে ফ্যাসিবাদের বিপদ ভারতবর্ষে আছেই— কংগ্রেস আমলেও ছিল । বিজেপি আসার পর সেই বিপদ আরও বেড়েছে। বিজেপি সরকারের সাহায্য নিয়ে আরএসএস আরও ব্যাপকভাবে এটা করে যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গা একই হীন উদ্দেশ্যে করে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন ও আদর্শগত সংগ্রাম প্রয়োজন।

সি পি এম নেতাদের আমরা বলেছি, কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিও কোনও দিনই সেক্যুলার ছিল না। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মানে দাঁড় করিয়েছে সব ধর্মে সমান উৎসাহ দেওয়া। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কংগ্রেস মুখে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার

কথা বলে তলে তলে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছে। আর বিজেপি তো খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক। বি জে পি-র চিন্তাগত অভিভাবক যে আর এস এস সংগঠন, সেটা তো হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ফলে বিপদটা অনেক বেড়েছে।

অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসও এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ও দেশি-বিদেশি মাল্টিন্যাশনালদের সেবা করে গেছে। তাদের স্বার্থেই যে তথাকথিত নয়া উদারবাদী নীতি, সেটা কংগ্রেস এসেই চালু করেছে। কিন্তু দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা এ ব্যাপারে কংগ্রেসের কাছ থেকে আরও বেশি দ্রুত পদক্ষেপ চাইছিল। যেটা কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের জন্য পারছিল না। এর সঙ্গে দুর্নীতি, অপশাসন ইত্যাদি বহু কিছু মিলে কংগ্রেস তো জনপ্রিয়তা হারিয়েই ছিল। এই পরিস্থিতিতেই দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদিকে বেছে নেয় এবং সরকারে নিয়ে আসে, যেটা ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদি তাঁর বেশ কিছু পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে যেটা বিজেপির ক্ষেত্রে মারাত্মক, তা হল, তাদের হিন্দুত্ববাদ। যেটার দ্বারা তারা ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জগতে ভারতীয় নবজাগরণের অবদানকে ধ্বংস করতে চায়। এ যদি তারা পারে, তাহলে আজও সমাজের মধ্যে যতটুকু যুক্তিবাদী মনন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আছে, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা আছে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমি এ কথাও তাঁদের বলেছি যে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানেই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ নয়। সেক্যুলার কথার যর্থার্থ অর্থ হচ্ছে রাজনীতি, রাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন কানুন ইত্যাদির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তির বিশ্বাস। ধর্মবিশ্বাসী এবং কোনও ধর্মে বিশ্বাস করেন না, এই দু'ধরনের নাগরিককে রাষ্ট্র সমদৃষ্টিতে দেখবে। ইউরোপের রেনেশাঁস থেকে এই চিন্তাই এসেছিল, যেটা আমাদের দেশে চর্চা করা হয়নি। এর ফলেই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা জাত-পাত প্রভৃতি ধুরন্ধর রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতালাভের হাতিয়ার হয়ে জনসাধারণের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারছে। একে আটকাতে হলে ধর্মান্ধ ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে একটা জোরদার আদর্শগত লড়াই চালাতে হবে। বিজেপি সরকারে আসার পর একের পর এক অর্থনৈতিক আক্রমণ করে যাচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সম্প্রদায় ও নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর। এর বিরুদ্ধেও সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে জনগণকে সংগঠিত করে মিলিট্যান্ট মাস অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগল চাই। শুধু কনভেনশন, মিটিং-মিছিল, ডেপুটেশন এই নয়, মাস অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগল অর্গানাইজ করতে হবে। বামপন্থীদের ঐক্যের এটাই ভিত্তি ও কাজ হওয়া উচিত — এই বক্তব্য আমরা রাখি।

আরও বলেছি, বাম ঐক্যের পক্ষে আমরা বরাবর ছিলাম এবং আছি। আমি প্রকাশ কারাতকে বলি, আপনার সাথে আমার আগে পরিচয় হয়নি, হয়তো আপনি জানেন না, স্বাধীনতার পর ৫০-এর দশকে যখন এই পশ্চিমবাংলায় লেফট মুভমেন্ট হয় তখন সি পি আইকে অন্যান্য দল বাম ঐক্যে আনতে চায়নি। তখন আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই খুব পাওয়ারফুল পার্টি ছিল। '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন বিরোধী সিপিআই-এর ভূমিকা, নেতাজি ও আইএনএ-কে জাপানের দালাল বলে অভিহিত করা, '৪৮ সালে রনদিভের আলট্রা লেফট লাইন ইত্যাদি নিয়ে যে মতপার্থক্য ও তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, সেইসব কারণে আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী দল সিপিআইকে যুক্ত আন্দোলনে চায়নি। তখন আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শিক্ষক মার্ক্সিস্ট থিঙ্কার কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন, সিপিআই ছাড়া ইউনাইটেড মুভমেন্ট হতে পারে না। সুরেশ ব্যানার্জী সেই সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, একজন বিশিষ্ট জননেতা ছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে যে খাদ্য আন্দোলন চলছিল, সেই কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। সি পি আই তখন অন্য ব্যানারে আলাদা কমিটি করে চলছিল। আমরা সুরেশবাবুকে বোঝাই যে, সি পি আই-কে বাদ দিয়ে যুক্ত আন্দোলন হতে পারে না, উনি রাজি হন, সিপিআইকে নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে টানা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রথমে সি পি আই, পরে যখন ১৯৬৪ সালে সি পি এম গঠিত হল, তাদের সাথে আমাদের ইউনিটি ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মুভমেন্টও হয়েছিল। আমাদের ডিফারেন্স হত নানা প্রশ্নে, আবার ঐক্যও ছিল। মতপার্থক্যে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতাম। '৬৭ এবং ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে আমাদের সাথে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শ্রেণিসংগ্রাম-গণসংগ্রামের হাতিয়ার করতে হবে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থে শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলনকে তীব্রতর করা হবে এই সরকারের লক্ষ্য। একটা বুর্জোয়া সরকারের মতো ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ফাংশান করতে পারে না। গণআন্দোলন দমনে পুলিসকে ব্যবহার করা চলবে না। এই প্রশ্নে সিপিএম ও অন্যান্য দলগুলির সাথে আমাদের মতপার্থক্য শুরু হয়। সি পি এম '৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয় শ্রেণিভিত্তিক ফ্রন্টের স্লোগান তুলে। তখন আমাদের সাথে ঐক্য ভেঙে যায়। '৭১ সালে আমরা আট পার্টির মোর্চা করি, তাতে আমাদের সাথে সিপিআই ও ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল। সিপিএম তখন ৬ পার্টির অন্য একটি জোটে ছিল। '৭২ সালে আবার সিপিএম আমাদের সাথে মোর্চা করে। '৭৪ সাল পর্যন্ত ঐ মোর্চা ছিল। '৭৪ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার বিরোধী জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আমরা তখন বলি

জে পি আন্দোলনের দাবিগুলি ডেমোক্রেটিক, আন্দোলনটাও ডেমোক্রেটিক, জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা সুযোগ নিচ্ছে কারণ বামপন্থীরা এই আন্দোলনে নেই। আমরা বলি আমরা বামপন্থীরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সিপিআই খোলাখুলি ইন্দিরা কংগ্রেসকে সমর্থন জানাল। আর সিপিএম নানা অজুহাত দেখিয়ে মুভমেন্টে নামল না। এর ফলে গোটা আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে জনসংঘ শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারল। এই প্রশ্নে সিপিএমকে আমরা সমালোচনা করি। তখন সিপিএম আমাদের বলে, 'আপনারা যুক্ত আন্দোলনে থেকে আমাদের সমালোচনা করছেন, এটা করা চলবে না'। আমরা বলি, যুক্ত আন্দোলন পরিচালনায় ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য — এটাই তো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ইউনিটি এগেনস্ট কমন এনিমি, ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল অ্যামাংগ্স্ট দ্য কনস্টিটিউয়েন্টস। অর্থাৎ মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং এই পথে নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি বাড়িয়ে ঐক্যকে জোরদার করা। এটাই তো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সি পি এম নেতারা আমাদের এ কথা মানলেন না, আমাদের সাথে ঐক্য ভেঙে দিলেন। '৭৪ সাল থেকে সিপিএমের সাথে আমাদের ঐক্য নেই।

১৯৭৭ সালে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের সরকারে আসে। অ-বাম নীতি, জনবিরোধী নীতি নিয়ে ওই সরকার কাজ করতে থাকে। তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র আন্দোলনের পথে যাই। এই ইতিহাসটাও আমরা প্রকাশ কারাতকে বলেছি। আবার এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছি, আমরা পশ্চিমবাংলায় যখন সি পি এম সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করছি, তখনও সর্বভারতীয় স্তরে আমরা সিপিএমের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন চেয়েছিলাম। সি পি এম নেতৃত্বকে সেসময় জানিয়েওছিলাম। ওঁরা তখন আমাদের শর্ত দেন যে, 'পশ্চিমবাংলায় সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন বন্ধ করুন। তাহলে অল ইন্ডিয়া ইউনিটি হবে'। আমরা বলি, তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই সর্বভারতীয় স্তরে সিপিএমের সাথে আমাদের তখন ঐক্য হয়নি। এইসব কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ কারাতকে বলেছি। এমনকী আমরা বলেছি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভিত্তি করে তৃণমূলের সাথে আমরা যখন ঐক্য করি তখনও আমাদের প্রথম শর্ত ছিল যে, মার্কসবাদ এবং বামপন্থাকে তৃণমূল আক্রমণ করতে পারবে না। তৃণমূল এটা মেনে নেয় এবং কার্যকর করতে বাধ্য হয়। বাকি শর্তগুলি কার্যকর করেনি। আমরা এ কথাও বলেছি, তৃণমূল যে মুহূর্তে সরকারে যাবে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে বামপন্থার ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলন করব। সেই রাস্তাতেই আমরা চলছি। ফলে উই আর ফর দ্য লেফট ইউনিটি। এটা বরাবরই আমাদের রাজনৈতিক লাইন। এবং এটাই আমরা

অনুসরণ করতে চাই। আপনারা যদি লেফট মুভমেন্টে সিরিয়াস থাকেন, এবং যদি মিলিট্যান্ট মাস অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগল লেফটিজমের ভিত্তিতে আপনারা করতে চান, আমরা সেই ইউনিটির পক্ষে। তবে আমরা বলেছি, কেরালায় এর ব্যতিক্রম হবে। কারণ ওখানে আমরা একটা ইউনাইটেড ফ্রন্টে আছি আর এম পি এবং এম সি পি আই-এর সাথে। ফলে কেরালায় আমরা সিপিএমের সাথে একত্রে যুক্ত আন্দোলনে যেতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা বলি, বিমান বসুর উপস্থিতিতেই বলি যে, এখানে ওঁদের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে খুন হয়ে ও পুলিসের গুলিতে আমাদের ১৬১ জন নেতা-কর্মী মারা গেছেন। ৪৯ জন মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আছেন। আমি নিজে এবং আমার সহযোগীরা সেই সময়ে আপনাদের এই সিপিএম অফিসে বিমান বসুর কাছে এসেছিলাম। রাইটার্সে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, যাঁরা নিহত হচ্ছেন, তাঁরা আমাদের পার্টির লিডার, ক্যাডার। আমরা বেতন দিয়ে কর্মী সংগ্রহ করি না। এঁরা একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতি করছেন। আপনাদের লোকেরা এদের হত্যা করছে, আপনারা এসব বন্ধ করুন। এ কথাও আজ বলছি, বিমানবাবুরা সেদিন কিছু করেননি। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন যে পরিস্থিতি, তলার দিকে বিভিন্ন স্তরে সিপিএম কর্মীদের সাথে আমাদের কর্মীদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে আছে। ফলে সর্বাত্মক ঐক্য বলতে যা বোঝায়, সেটা সর্বভারতীয় স্তরে সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ধাপে ধাপে সে দিকে যেতে হবে। এখন কিছু কিছু ইস্যুভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি আমরা করতে পারি। যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কর্মসূচিতে আমরা গেছি। যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমরা যাব। এরকম কিছু ইস্যুতে আমরা যাব। এর ভিত্তিতে যত বোঝাপড়া বাড়তে থাকবে নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে, তত এই ঐক্য সম্প্রসারিত হবে। ১ নভেম্বর দিল্লিতে আমাদের দলের প্রতিনিধি যাবেন, এ কথা তাঁদের জানিয়েছি। আলোচনার শেষ দিকেও পুনরায় বলি, মিলিট্যান্ট ক্লাস ও মাস স্ট্রাগল ছাড়া বামপন্থী শক্তি এগোতে পারবে না। এই হচ্ছে সিপিএমের সঙ্গে আমাদের বৈঠকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

সাংবাদিক ঃ আপনার এই বক্তব্য শুনে প্রকাশ কারাত কী বললেন?

প্রভাস ঘোষ ঃ তিনি নীরবে শুনেছেন, কোনও মন্তব্য করেননি। বিমান বসুও নিঃশব্দে শুনেছেন।

সাংবাদিক ঃ আপনাদের এবং সি পি এম-এর মূল শক্তি তো পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায়, সেখানে এই দুটো রাজ্যে না থেকে সর্বভারতীয় স্তরে এই ঐক্যটা

কীভাবে সাকসেসফুল হবে?

প্রভাস ঘোষ ঃ কেরালায় এবং পশ্চিমবাংলায় ওদেরও শক্তি আছে, আমাদেরও শক্তি আছে। এছাড়াও কর্ণাটক, ওড়িশা, আসাম, বিহার, ইউ পি, দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রায় সব রাজ্যেই আমাদের সংগঠন ভালোই আছে এবং তা বাড়ছে। আমি প্রকাশ কারাতকেও বলেছি এখন হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড, মিজোরাম — এই ধরনের কিছু রাজ্য ছাড়া অন্যান্য প্রায় সমস্ত রাজ্যেই আমাদের কাজ হচ্ছে। উনিও এই খবর রাখেন, এ কথা বলেছেন। আরও তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি খবর রাখেন কাশ্মীরে এখন এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বন্যার্ত মানুষের মধ্যে মেডিকেল ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। তাহলে এক কথায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং এই সমস্ত রাজ্যে ঐক্য হবে, পশ্চিমবাংলায় আমরা ধাপে ধাপে সেদিকে যাব। কেরালাই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে এটা হবে না।

আজ আমাদের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। খসড়াটা সকলের দেখার এবং মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ঘোষণা ১ নভেম্বর দিল্লি থেকে করা হবে।

সাংবাদিক ঃ আপনারা কি পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন?

প্রভাস ঘোষ ঃ করবেন কী! আমরা তো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে লাগাতার আন্দোলন করেই যাচ্ছি। মিডিয়ায় এসব খবর না দিলেও আপনারা সাংবাদিকরা তা অবশ্যই জানেন। আমাদের পার্টির কাগজপত্র দেখলেই জানতে পারবেন, আমরা কোথায় কত আন্দোলন করে যাচ্ছি।

দিল্লিতে ৬ বামপন্থী দলের যুক্ত ঘোষণা

আজ ১ নভেম্বর '১৪ দিল্লিতে ৬টি বামপন্থী দল — সিপিআই (এম), সিপিআই, আর এসপি, অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এম এল লিবারেশন এবং এস ইউ সি আই (সি)-র একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা নিম্নলিখিত প্রেসবিবৃতি দিয়েছে —

মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর্পোরেট-হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির মদতে একটা পরিকল্পিত সমবেত দক্ষিণপন্থী আক্রমণ শুরু হয়েছে। নয়াউদারবাদী নীতিগুলি চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের উপর উত্তরোত্তর আক্রমণ চালানো

হচ্ছে যা সাধারণ মানুষের জীবনধারণকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও দুর্নীতির কবল থেকে জনগণের কোনও রেহাই মিলছে না।

হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে। আর এস এস এবং তার শাখা সংগঠনগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা করার দ্বারা মোদি সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ঢোকাতে চায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বামপন্থী দলগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে ৮-১৪ ডিসেম্বর সপ্তাহব্যাপী প্রচার আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—
দেবব্রত বিশ্বাস (এ আই এফ বি), ক্ষিতি গোস্বামী ও মনোজ ভট্টাচার্য (আর এস পি), স্বপন মুখার্জী ও কবিতা কৃষ্ণান (সিপিআই (এম,এল)— লিবারেশন) মানিক মুখার্জী ও রণজিৎ ধর এস ইউ সি আই (সি), এ বি বর্ধন ও ডি রাজা (সিপিআই) এবং প্রকাশ কারাত ও এস রামচন্দ্রন পিল্লাই সিপিআই(এম), বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তাহব্যাপী প্রচার আন্দোলনের সময় নয় দফা দাবি সামনে রাখা হবে। সেগুলি হল—

১) ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প ছাঁটাই করা চলবে না,
২) মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে, ওষুধের দাম বাড়ানো চলবে না,
৩) বিমা শিল্পে বিদেশি পুঁজির সীমা বাড়ানো চলবে না,
৪) কালো টাকা উদ্ধারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,
৫) শিক্ষায় আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, মিডিয়া ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে আর এস এসের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে,
৬) 'লাভ জেহাদ'-এর নামে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ কর,
৭) সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ ও তাদের অধিকার খর্ব করা চলবে না,
৮) মহিলাদের উপর আক্রমণ ও লিঙ্গ বৈষম্য করা চলবে না,
৯) দলিতদের উপর অত্যাচার ও জাতপাতের আড়ালে শোষণ বন্ধ কর।

১ নভেম্বর দিল্লিতে ছটি বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন — দেবব্রত বিশ্বাস (এ আই এফ বি), ক্ষিতি গোস্বামী ও মনোজ ভট্টাচার্য (আর এস পি), স্বপন মুখার্জী ও কবিতা কৃষ্ণান (সিপিআই (এম,এল)— লিবারেশন), মানিক মুখার্জী ও রণজিৎ ধর এস ইউ সি আই (সি), এ বি বর্ধন ও ডি রাজা (সিপিআই) এবং প্রকাশ কারাত ও এস রামচন্দ্রন পিল্লাই সিপিআই (এম)

৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে ১৭টি বামপন্থী দলের নেতৃত্বে মহাজাতি সদন থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত সুবিশাল মিছিল। নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, নরেন চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন বসু, বিমান বসু, কার্তিক পাল, মঞ্জুকুমার মজুমদার, ক্ষিতি গোস্বামী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

৬ ডিসেম্বর কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিলে এস ইউ সি আই (সি)

১ সেপ্টেম্বর বামপন্থী দলগুলির ডাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহামিছিল। মৌলালির রামলীলা ময়দান থেকে শুরু হয়ে দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু (ইনসেট) সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের এই বার্তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।